Pub opinion

দৈ[illegible]ক ইনকিলা[illegible]

তারিখ 01 JUL 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

01 JUL 1986

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

158

সরকারী চাকরি বনাম শিক্ষাগত যোগ্যতা

আমরা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের দু'জন ছাত্র। আমরা ১৯৭৮-৭৯ সেশনে অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। ভর্তির উষা লগ্নে প্রত্যেকের প্রত্যাশা ছিল নির্ধারিত সময়ে পাস করে কৃষি গ্র্যাজুয়েট হলে অন্ততঃ একটা সরকারী চাকরির ব্যবস্থা হবে। হিসেব অনুযায়ী ৮২-৮৩ সেশনে স্নাতকোত্তর পাস করার কথা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাতে হচ্ছে যে, ১৯৮৬ সালে এসেও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পরীক্ষা এখন পর্যন্ত শুরু করতে পারিনি। এ বছরে পাশের কোন সম্ভাবনা নেই, কেননা, পরীক্ষা শুরু হলেও ছয় মাসের মধ্যে ফলাফল আশা করা যায় না সঙ্গত কারণে। এক্ষণে সহজ অংকের হিসেবটি মিলিয়ে নিলে অবস্থাটা এমন দাঁড়ায় যে, পাঁচ বছরে যেখানে শেষ হবার কথা সেখানে নয় বছরেও সম্ভব হচ্ছে না। এমনিভাবে সেশন জটের কারণে যদি নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হয় তাহলে ২৭ বছর বয়সে সরকারী চাকরি পাবার কোন সুযোগ থাকে না। স্নাতক পর্যায়ে ভাল রেজাল্ট করার পর সঙ্গত কারণেই উচ্চ শিক্ষার জন্য অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা যা দেখি তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার যে, উচ্চ শিক্ষার জন্য যারা ব্রতী হবেন তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। কারণ বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় ২৭ বৎসরে কোনক্রমেই স্নাতকোত্তর পাস করা সম্ভব নয়। আমাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে পড়াশোনা শেষে একটা সরকারী চাকরি অন্ততঃ সবারই কাম্য। তাই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যারা চাকরিতে যোগদান করতে পারছেন না তাদের জন্য বয়সের সীমাবদ্ধতার কথা সংশ্লিষ্ট কর্তা ব্যক্তিদের নেক নজরে থাকা উচিত।

দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যাঁরা নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তাঁদের সরকারী চাকরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে বয়সসীমা ৩০ বছর থেকে [illegible] বছরে উন্নীত করা হয়েছে। বেশ ভাল কথা, কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের তথা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ১৫-১৬ বছর পরেও প্রকৃতপক্ষে কোন শিক্ষিত বেকার মুক্তিযোদ্ধা আছেন কিনা, আমাদের বোধগম্য নয়। পারিবারিক, সামাজিক তথা রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারী সমাজের ভূমিকার কথা প্রায়শঃ উচ্চারিত হতে শোনা যায়, উন্নয়নের প্রতিটি কার্যক্রমে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদেরও সমান অধিকার দাবী করা হয়। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি চাকরি পাবার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বয়সের এক বিরাট ব্যবধান রয়ে গেছে। নারীদের জন্য বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ৩০ বছর। কিন্তু পুরুষদের জন্য ২৭ বছর কোন্ যৌক্তিকতার ভিত্তিতে? সব কিছুতেই যখন নারী-পুরুষের সমান অধিকারের ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াস চলছে; তখন এ ক্ষেত্রে কেন পুরুষকে সমান না হয়ে পিছিয়ে থাকতে হবে? দাবী করা হয় এ সমাজে পুরুষের একচেটিয়া আধিপত্য। কিন্তু এহেন পরিস্থিতিতে আমরা উল্টোটাই লক্ষ্য করছি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে যদি বয়সের সীমাবদ্ধতা দূর করা না হয় তাহলে বলব শিক্ষার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত না হয়ে বরং সংকুচিত হয়ে আসতে বাধ্য। এবং এটি সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার উপর একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলবে নিঃসন্দেহে বলা যায়। উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে একদিকে যেমন দীর্ঘ সাধনা, শ্রম ও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি উন্নয়নশীল দেশের অভিভাবকদের আর্থিক সরবরাহ নিশ্চিত করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

আমরা দীর্ঘদিন ধরে শুনে আসছি যে, বয়সসীমা ২৭ বছর থেকে ৩০ বছর করার জন্য চেষ্টা চলছে। কিন্তু এ যাবৎ বাস্তবে কোন পদক্ষেপের কথা আমাদের জানা নেই। তাই সদাশয় সরকার বাহাদুর ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আকুল আবেদন এই যে, সরকারী চাকরি পাবার ক্ষেত্রে বয়সের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ৩০ বছরে উন্নীত করা হলে ১৬ লাখ বেকার যুবকের অনেকেরই কর্মসংস্থানের একটা ব্যবস্থা হতো।

এম, মীজানুর রহমান
ও
সৈয়দ আহম্মদ আলী
সোহরাওয়ার্দী হল,
কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।